যুগান্তর

বেসরকারি মেডিকেল কলেজ

শিক্ষার মানে নজর দেয়ার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

প্রকাশ : ১৯ মার্চ ২০১৮, ০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

বাসস

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলোকে শিক্ষার গুণগত মান বজায় রেখে উপযুক্ত চিকিৎসক গড়ে তুলতে যথাযথ পাঠ্যক্রম অনুসরণের আহ্বান জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বেসরকারি খাতেও মেডিকেল কলেজ হচ্ছে। তবে সে ক্ষেত্রে আমি বলব, তাদের একটু নজর দেয়া দরকার- শিক্ষার মানটা যথাযথ আছে কিনা। কারিকুলামগুলো ঠিকমতো আছে কিনা, সেই দিকেও একটু বিশেষভাবে নজর দেয়া দরকার।

রোববার সকালে রাজধানীর ফার্মগেটে বাংলাদেশ কৃষিবিদ ইন্সটিটিউশন মিলনায়তনে বাংলাদেশ সোসাইটি অব ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিনের তৃতীয় এবং বাংলাদেশ ক্রিটিক্যাল কেয়ার নার্সিংয়ের প্রথম আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এ কথা বলেন।

চিকিৎসকদের উচ্চশিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের ওপর গুরুত্বারোপ করে প্রধানমন্ত্রী চিকিৎসা ক্ষেত্রে সিঙ্গাপুরের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে বলেন, আমাদের চিকিৎসকদের আরও উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য আমরা বিদেশে পাঠাতে চাই।

তিনি বলেন, আমার এটাই প্রশ্ন যে, যদি অন্য দেশ পারে তবে আমরা পারব না কেন? কারণ, আমাদের মেধা বা জ্ঞান কোনোটিরই অভাব নেই। তবে সুযোগের অভাব ছিল। যেটি আমরা এখন করে দিচ্ছি। শিক্ষার মানের প্রতি নজর দেয়ার পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের বই লেখার প্রতিও মনোনিবেশ করার আহ্বান জানান।

মেডিকেল সায়েন্স এখন অনেক এগিয়ে যাচ্ছে উল্লেখ করে সরকারপ্রধান বলেন, আর এসব বই এত দামি, সবার পক্ষে তো এসব বই কেনা সম্ভব নয়। কাজেই আমার মনে হয় আপনাদের বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশন আছে এবং মন্ত্রণালয় থেকেও এটার উদ্যোগ নেয়া উচিত এবং প্রত্যেকটি মেডিকেল কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য লাইব্রেরিটা একান্তভাবে প্রয়োজন। প্রধানমন্ত্রী এ সময় নতুন নতুন রোগের পাশাপাশি নতুন নতুন যে প্রযুক্তি আবিষ্কার হচ্ছে তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য চিকিৎসক সমাজের প্রতি আহ্বান জানান।

স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য বিভাগের সচিব ডা. সিরাজুল হক খান এবং বিএমএ সভাপতি ডা. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তৃতা করেন। বাংলাদেশ সোসাইটি অব ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিন (বিএসসিসিএম)-এর সভাপতি অধ্যাপক ইউএইচ সাহেরা খাতুন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। স্বাগত বক্তৃতা করেন ক্রিটিকন বাংলাদেশ-২০১৮-এর কংগ্রেস সভাপতি ডা. মীর্জা নাজিম উদ্দিন। শুভেচ্ছা বক্তৃতা করেন বিএসসিসিএমের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক এএসএম আরিফ আহসান। অনুষ্ঠানে মন্ত্রিপরিষদ সদস্য, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা, সংসদ সদস্য, সরকারের পদস্থ কর্মকর্তা, চিকিৎসক সমাজের প্রতিনিধি এবং আমন্ত্রিত অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন।

চিকিৎসার জন্য দেশে পর্যাপ্ত চিকিৎসকের অভাব রয়েছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তবে ডাক্তারদের কথাবার্তা এবং পরিচর্যায়ও অর্ধেক রোগ ভালো হয়ে যেতে পারে, সেদিকে আমাদের চিকিৎসকদের একটু বিশেষ যত্নবান হতে হবে। এ সময় প্রধানমন্ত্রী হাসপাতালে বাড়তি ভিজিটরের আগমনকে নিরুৎসাহিত করে বলেন, এতে যে কোনো সময় রোগীর ক্ষতি বা ইনফেকশন হতে পারে। তিনি বলেন, অনেক সময় দেখা যায় ক্যামেরাসহ অপারেশন থিয়েটারে মিডিয়া ঢুকে পড়ছে। আত্মীয়স্বজন, ভিজিটার যাচ্ছে, ভাত-মাছের মতো। কই বিদেশে তো এভাবে রোগী দেখতে দেয়া হয় না। প্রয়োজনে ভিজিটর কর্নার থাকবে, সেখানে মনিটরে রোগী দেখে আত্মীয়স্বজন, প্রিয়জনরা চলে যাবে অথবা গ্লাসের বাইরে থেকে রোগী দেখবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ক্রিটিক্যাল কেয়ারের চিকিৎসকদের আরও কঠোর হতে হবে। বাধা দিতে হবে। রোগী বাঁচাতে চাইলে চিকিৎসাটা ভালোভাবে করতে দিতে হবে। পৃথিবীতে নার্সিং একটা মর্যাদাপূর্ণ পেশা হলেও আমাদের দেশে এটিকে একটু নীচু চোখে দেখা হতো উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এ জন্যই তার সরকার নার্সিং পেশাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর মর্যাদা দিয়েছে।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : সাইফুল আলম, **প্রকাশক :** সালমা ইসলাম

প্রকাশক কর্তৃক ক-২৪৪ প্রগতি সরণি, কুড়িল (বিশ্বরোড), বারিধারা, ঢাকা-১২২৯ থেকে প্রকাশিত এবং যমুনা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং লিঃ থেকে মুদ্রিত।

পিএবিএক্স : ৯৮২৪০৫৪-৬১, রিপোর্টিং : ৯৮২৪০৭৩, বিজ্ঞাপন : ৯৮২৪০৬২, ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৩, সার্কুলেশন : ৯৮২৪০৭২। ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৬

E-mail: jugantor.mail@gmail.com

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত ২০০০-২০১৮ | এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা, ছবি, অডিও, ভিডিও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার বেআইনি।